মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

ওয়েবসাইট : www.bangladeshbank.org

মাঃ লঃ প্রঃ সার্কুলার নং-০৫

তারিখ ঃ ৮ জৈষ্ঠ, ১৪১০ / ২২ মে, ২০০৩

সকল তফসিলী ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও মানি চেঞ্জার

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর সংশোধন প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়গণ,

শিরোনামোক্ত বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

২। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ৭ নং আইন) এর সংশোধনকল্পে প্রণীত মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩ নং আইন) ২৭ শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে (অতিরিক্ত সংখ্যা) প্রকাশিত হইয়াছে। সংশোধিত আইন সম্পর্কিত প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের সংশ্লিষ্ট অংশ অপর পৃষ্ঠায় পূনমুদ্রণ করা হইল।

৩। (ক) সংশোধনী মোতাবেক আইনের পরিপালন নিশ্চিত করিবেন;
(খ) সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে এই বিষয়ে অবহিত করিবেন; এবং
(গ) অনুগ্রহপূর্বক এই সার্কুলারের প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ হারুনুর রশীদ চৌধুরী)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৭১২০৬৫৯

(পূনর্মুদ্রণ)
বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, ফেব্রুয়ারী ২৭, ২০০৩

২০০৩ সনের ৩নং আইন

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ৭ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম। এই আইন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০০৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। ২০০২ সনের ৭ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন । – মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (ঙ) বিলুপ্ত হইবে।

৩। ২০০২ সনের ৭ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন। – উক্ত আইনের ধারা ৯ এর

(১) উপান্তটীকা এর “দেওয়ানী কার্যবিধি ও” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(২) উপ-ধারা (১) এর “, ক্ষেত্রমত দেওয়ানী কার্যবিধি ও” কমা ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৪। ২০০২ সনের ৭ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন। – উক্ত আইনের ধারা ১২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

“১২। আপীল। – ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ উক্ত আদেশ, রায় বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন।”

৫। ২০০২ সনের ৭ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন। – উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর

(ক) “(১)” সংখ্যা ও বন্ধনিগুলি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) “অন্যূন” শব্দ, দুইবার উল্লিখিত এর পরিবর্তে উভয় স্থানে “অনুর্ধ্ব” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। ২০০২ সনের ৭ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন। – উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর

(ক) “(১)” সংখ্যা ও বন্ধনিগুলি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) “অন্যূন” শব্দ, দুইবার উল্লিখিত এর পরিবর্তে উভয় স্থানে “অনুর্ধ্ব” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। ২০০২ সনের ৭ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন। – উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর উপ-ধারা(২) এর “অন্যূন” শব্দ দুইবার উল্লিখিত এর পরিবের্ত উভয় স্থানে “অনুর্ধ্ব” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ২০০২ সনের ৭ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন। – উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (২) এর “অন্যূন” শব্দ দুইবার উল্লিখিত এর পরিবের্ত উভয় স্থানে “অনুর্ধ্ব” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। ২০০২ সনের ৭ নং আইনের তফসিল এর সংশোধন। – উক্ত আইনের তফসিল এর

(ক) এন্ট্রি (ছ) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) এন্ট্রি (জ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি এর পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর নিম্নরূপ একটি নতুন এন্ট্রি সংযোজিত হইবে; যথা ঃ-

“(ঝ) আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১১ নং আইন)”।

কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ
সচিব